কৃষি কর্মকর্তা সাহা লক্ষ্মীকান্ত স্বীকার করেন।

১৩ এপ্রিলের কাউন্সিল সফলের আহ্বান

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল পদোন্নতি পদমর্যাদার জটিলতা নিরসন করুন –প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জাতীয় কমিটির এক সভা সম্প্রতি শিশু কল্যাণ পরিষদের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি নূরুল আবছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আগামী ১৩ এপ্রিল আহূত কাউন্সিল অধিবেশন সফল করার লক্ষ্যে সকল জেলা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে কাউন্সিলরদের তালিকা দাখিল করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় অবিলম্বে প্রধান শিক্ষকের পদ ২য় শ্রেণীর গেজেটেড এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ কার্যকর করে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল বাস্তবায়ন ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনের দাবী জানানো হয়। সভায় সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে একটি বাড়ী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। সভায় স্বঘোষিত নেতৃত্ব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

টিএন্ডটির পরিচালক তৌফিকের গ্রেফতার ষড়যন্ত্রমূলক

প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন স্ত্রী রওশন

স্টাফ রিপোর্টার : টিএন্ডটি বোর্ডের পরিচালক মোঃ তৌফিককে একটি সংস্থার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে নির্যাতন এবং চারদিন পর ৫৪ ধারায় আদালতে চালান ও রিমান্ডে নেয়ার ঘটনায় বিষয়টিতে প্রেসিডেন্ট, প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে তার পরিবার।

গতকাল তার পরিবারের পক্ষ থেকে স্ত্রী মিসেস রওশন আরা তৌফিক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ আবেদন জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তার স্ত্রী জানান, আমার স্বামীকে একটি সংস্থার কার্যালয়ে গত ৪ মার্চ ডেকে নেয়া হয়। এরপর ৪ দিন তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে ৭ মার্চ তাকে রমনা থানায় শরীরে আঘাতের চিহ্নসহ পাওয়া যায়।

এর মধ্যে গত শুক্রবার রাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন আমাদের বাসায় অভিযান চালায়। দীর্ঘ অভিযানে কিছু না পেয়ে হঠাৎ একটি কক্ষ হতে বেরিয়ে তারা ১টি অস্ত্র পেয়েছে বলে দাবী করেন। এ ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা হতবাক হয়ে যাই।

মিসেস তৌফিক আরো জানান, দুদকেও তিনি তার হিসাব দাখিল করেছেন। তারাও তা যাচাই-বাছাই করে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তাছাড়া তিনি উচ্চ রক্তচাপ ও হার্টের সার্জারি করা রোগী। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, প্রতিহিংসাবশত টিএন্ডটি বোর্ডেরই উচ্চপর্যায়ের এক ব্যক্তির চক্রান্তে এসব করা হচ্ছে। উচ্চপর্যায়ের একজন সরকারী কর্মকর্তাকে নিয়ম অনুযায়ী আটকের আগে ডিপার্টমেন্টাল ব্যবস্থা নেয়ার কথা। তাছাড়া দুর্নীতিবাজ প্রমাণের আগেই তাকে যেভাবে হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে তাতে পুরো পরিবার উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে।

নিরপরাধী একজনকে অপরাধী প্রমাণে মিথ্যা সাজানো মামলা যেন না করা হয় এজন্য পরিবারের পক্ষ হতে বিষয়টির প্রতি প্রেসিডেন্ট, প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।